হিমযুগ

বুদ্ধদেব দাশগুপ্ত

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
কলিকাতা ৯

প্রকাশক : ফণিভূষণ দেব
আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
৪৫ বেনিয়াটোলা লেন
কলিকাতা ৯

মুদ্রক : দ্বিজেন্দ্রনাথ বসু
আনন্দ প্রেস এন্ড পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড
পি-২৪৮ সি. আই. টি. স্কীম নং ৬ এম
কলিকাতা ৫৪

প্রচ্ছদ : পূর্ণেন্দু পত্রী

প্রথম সংস্করণ : সেপ্টেম্বর ১৯৫৭

বাবা-কে

সূচীপত্র

সূচীপত্র

শাদা পোকা

শান্ত থাক এই সুন্দর সকালবেলা। শান্ত থাক স্ত্রীজের ওপর মাফলার জড়ানো সেই মাথা,
শান্ত থাক ছেলেমেয়ে, তাদের মা-বাপ, তাদের ভাইবোনেরা।
ফিরে আসা এই ঝলমলে শীত ঋতুতে সমস্ত সময় তোমার রোগা বুক
রোগা হাত তীব্রভাবে জড়িয়ে থাক আমার গলা; মরে পচে
গলে উঠুক মানুষ শান্তভাবে, তার ভেতর থেকে থিক-থিক করে
বেরিয়ে আসতে থাকুক শাদা পোকা, শাদা পোকা উড়ুক, লাখ লাখ শাদা পোকা
সার বেঁধে কিলবিল করে টলতে টলতে হেঁটে যাক এই সুন্দর সকালবেলায়,
লাফ দিয়ে ঢুকে পড়ুক তোমার গর্ভকোষে, ঝলমলে আরো এক শীত ঋতুতে
আমরা তার নাম রাখি শাদা পোকা।

চলো যাই

চলো আরো নিচে নেমে যাই, পৃথিবী এখন
পিঁপড়ে-সারির সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে, চলো
আমরা দাঁড়াই সেই সারির পেছনে

ঐখানে রয়েছে নাকি আলো, রয়েছে কি
সূর্যকরোজ্জ্বলতা, আমরা যা চেয়েছি চিরদিন,
চলো, সরু গর্তের ভেতরে, চলো নিচে নেমে যাই

আমাদের নেই গতকাল, আমাদের স্বপ্নের ভেতরে
যে পৃথিবী পুঁতির মতন ছিলো বেঁচে, তাকে
ঐ গর্তের ভেতরে পাওয়া যাবে, চলো যাই

আমাদের আগামী যে দিন সেও ঠিক আসে না কখনো
শুধু ভোর হয়, খালি ভোর হয়, অর্থহীন বোঁচা কালো ভোর
আর তোমার আঙুল ভয়ে বিঁধে যায় আমার আঙুলে

দেখ স্বপ্ন সত্যি হতে চলেছে এখন, এগিয়ে চলেছে
দ্রুত পিঁপড়ের সারি পুঁতির মতন সেই পৃথিবীর কোণে,
সেই কোণ ডাক দেয় আমাদের, চলো আরো নিচে নেমে যাই।

দিনগুলি, যখন সমস্ত কিছু হিমঘরে বসে দেখা পরীক্ষামূলক ছায়াছবির মতো, যা
জেনারেল অরোরার মতো হাস্যোজ্জ্বল
করমর্দন করার তালে তালে যিনি এগিয়ে যাচ্ছেন সামনে, জওয়ানদের দিকে
বোঝাচ্ছেন দেশ কেমন বিপদগ্রস্ত আর কিভাবে এগিয়ে যেতে হবে সবাইকে

দিনগুলি, যখন প্রায় প্রত্যেক নাকের নিচেই নকল গোঁফ ও তিল,
জোকারের মতো লাথি মেরে নিমেষে গুঁড়িয়ে দিচ্ছে আট দশ তলা বাড়ি
টুপি ঝুলছে বাতাসে, তাদের এক-চাকার সাইকেলে তারা
ঘুরে আসছে প্রতিটি বৃত্তে এক আশ্চর্য পৃথিবী

দিনগুলি, যখন সবার ঠোঁট নড়ছে হাজারবার হাজার ভঙ্গীতে
কথা পৌঁছচ্ছে না কানে. শুধু হাওয়ায় হাওয়ায়
ক্রিয়াপদের টুকরো টুকরো শরীর উড়ে যাচ্ছে মেঘ-কণিকার সাথে

দিনগুলি, যখন বৃষ্টি এবং ঝোড়ো বাতাস এক নাগাড়ে ঠুকরে যাচ্ছে শহর
যখন প্রতিটি মোড়ে দাঁড়িয়ে পড়েছে গাড়ি. মানুষ খুঁড়ছে রাস্তা,
রাস্তা খুঁড়ে খুঁড়ে উপড়ে আনছে সুতানটির রাখাল ছেলের শরীর

দিনগুলি. যখন মুখ্যমন্ত্রীর স্টাম্প পড়ছে ছিটকে ছয়ের-মার দেখাতে গিয়ে, মৃদু হেসে
তিনি ফিরে যাচ্ছেন অপিস, হাত নড়ে উঠে—শান্ত, সবাইকে শান্ত হতে বলছে.
তাদের চোখের ওপর মুহূর্তেই দ্রুত

নড়ে উঠছে আবার তাঁর হাতে ভাবী পরিকল্পনার অজস্র ব্লু-প্রিণ্ট।